ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথদেব

ডঃ মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

স্বয়ং ভগবান বলেছেন অনন্য ভক্ত আমাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। আবার আমিও ভক্তকে ছাড়া আর কাউকেই বুঝিনা,বুঝতেও চাইনা। ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে এই সম্পর্ক শর্তহীন, এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসার উপর গড়ে ওঠে। অনন্য ভক্তের এজন্য কোনো পতন হয় না। তার কোন বিনাশও নেই। ভগবান তাই বলেছেন, -

" কুন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রনশ্যতি।"

অর্থাৎ হে কুন্তী পুত্র (অর্জুন) তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর, আমার ভক্তের কোন বিনাশ নেই। এমনকি অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য মনে আমাকে ভজনা করে - অর্থাৎ " ভজতে মাং অনন্য ভাক" (গীতা ৯/৩০) তাহলেও তাকে সাধু বলে জানবে - এই কথা আবার শ্রীভগবানই বলেছেন। এভাবে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে এই অনন্য সম্পর্ক আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের লীলায় দেখতে পাই। তিনি যে কিরূপ ভক্তবৎসল তা আমরা নীচের কিছু ঘটনা থেকে সম্যকভাবে বুঝতে পারব।

১. জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ কাব্যের গান এবং মালিকন্যা এবং একজন মোঘল সৈন্যের প্রতি জগন্নাথদেবের দয়া :

ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীজগন্নাথদেবের অপার করুণায় শ্রী জয়দেব গোস্বামী তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্য গ্রন্থের কাজ শেষ হওয়ার পর নীলাচলে এসে জগন্নাথ মন্দিরে নিজেই গীতগোবিন্দের গান শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রবণ করাতেন। একসময় তিনি নীলাচল ত্যাগ করলে পরবর্তী সময়ে এক মালির কন্যা গীতগোবিন্দের সংগীত সুমধুর কণ্ঠে গাইতে গাইতে এক ক্ষেতে বেগুন তুলছিল। কৃষ্ণের অভিন্ন তনু শ্রীজগন্নাথদেব ঐ গান শোনার জন্য বেগুন ক্ষেতেই চলে গেলেন। এই অবস্থায় তার অঙ্গের ওড়না বেগুনের কাটায় বিঁধে ছিড়ে যায়। ঐ অবস্থায় তিনি মন্দিরে ফিরে আসেন। পরদিন পান্ডারা লক্ষ্য করেন জগন্নাথের ওড়না ছেঁড়া এবং তাতে বেগুন কাটা লেগে আছে। ওড়িষ্যা রাজ সবকিছু শুনে প্রভুর এই অবস্থার কারণ কী তা জানার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবের অনেক স্তব-স্তুতি করলে জগন্নাথ দেব বললেন -

"মালির দুহিতা নিজ বার্তাকুর ক্ষেতে

পড়ে গীতগোবিন্দ মুইও গেলাম শুনিতে।

ধাইতে পশ্চাতে বার্তাকুর কাঁটা লাগে।

তুষ্ট হই নু বড় তারে আনমর আগে।

শ্রী গীতগোবিন্দ পাঠ যেখানে যে করে।

অবশ্য সেখানে মুই যায় শুনিবারে।" (শ্রীশ্রী ভক্তমাল - দ্বাদশ মালা)

শ্রীজগন্নাথদেবের উপরোক্ত বাসনা শুনে রাজা ওই মালিনীকণ্যাকে মন্দিরে আনয়ন করেন। তাকে গীতগোবিন্দর গান জগন্নাথদেবকে প্রতিদিন শোনানোর ভার অর্পণ করা হয়। ঐদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিনই শ্রীমন্দিরে গীতগোবিন্দ থেকে গান পরিবেশন করা হচ্ছে।

এদিকে যেখানেই গীতগোবিন্দের গান হয় সেখানেই শ্রী জগন্নাথ দেব ছুটে যান - একথা শুনে একজন মোঘল সৈনিক পরীক্ষা করবার জন্য জগন্নাথ ক্ষেত্রে এসে চলমান অবস্থায় ওই গান গাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু তার দিকে জগন্নাথদেবকে আসতে না দেখে মনে করে যে সে যবন বলেই হয়তো জগন্নাথ দেব তাকে দেখা দিচ্ছেন না। এই কথা ভাবতে থাকা অবস্থায়ই জগন্নাথদেব তাকে দর্শন দেন -

" হেনকালে দেখি আগে শ্যামল সুন্দর।

মূর্ছিত হইয়া পড়ে হইয়া অধর।

যবন চন্ডাল, বিপ্র হরি না বিচারে।

যেই ভজে সেই পায় গুণের সাগরে।"

(শ্রীশ্রী ভক্তমাল দ্বাদশ মালা)

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে যে শ্রীজগন্নাথদেব "কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার" - এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করে তাঁর পতিতপাবন নামের মহিমাই প্রদর্শন করেছেন।

২. হরি ভক্তিপরায়ন চন্ডাল ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ : হরি ভক্তিপরায়ন ব্যক্তি মাত্রেই মহা ভাগ্যবান হয়। এরূপ ব্যক্তি দ্বিজ থেকেও শ্রেয় বলে গণ্য হয়। আর হরিভক্তি বিহীন দ্বিজ শ্বপচ থেকেও অধম হয়। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত কাহিনী থেকেই মিলবে।

অনেকদিন আগে নীলাচল থেকে বহুদূরে এক সরমা নামে পরম ভক্তিমতী চন্ডাল মহিলা বাস করতেন। বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে তিনি শুনতে পেলেন যে রথের উপর অধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে পারলে কোন ব্যক্তির আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না তার মুক্তিলাভ নিশ্চিত। এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে বৃদ্ধা মহিলা ঐ অবস্থায় জগন্নাথদেবকে দর্শনের আশায় নীলাচলে যাত্রা করেন। অতি কষ্টে বেশ কতদিন পথ চলার পর ভুবনেশ্বর পৌঁছে তিনি চলৎ শক্তিহীন হয়ে পড়েন। তিনি লোকমুখে জানতে পারলেন যে নীলাচল এখনো দশ ক্রোশ দূরে আছে। তখন এই বৃদ্ধা মহিলা আফসোস করতে লাগলেন যে চন্ডাল হওয়ায় বোধহয় জগন্নাথদেব তাকে দর্শন দেবেন না। হাঁটতে না পেরে তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। এক সময় তাকে আর দেখা গেল না।

এদিকে অন্তর্যামী জগন্নাথদেব তাঁর ভক্তের আকুলতায় এবং সর্ব প্রচেষ্টা দেখে পাণ্ডাদের আদেশ করলেন - আমার এক অতি প্রিয় ভক্ত সর্বাঙ্গে কাদামাখা অবস্থায় কিছু দূরে পড়ে আছে। শীঘ্র তাকে নিয়ে এসো, না হলে আমার রথ চলবে না।

তখন পান্ডাগন সরমাকে কোলে করে রথের অতি কাছে এনে অতি যত্ন করে বসালেন। সরমা ভগবানকে রথে উপবেশন রত অবস্থায় দেখলেন এবং তারপরই রথ চলতে আরম্ভ করে।

৩. ভক্তের ভক্তিই আসল, সব ক্ষেত্রে বিধি বিধান প্রযোজ্য নয় :

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রীজগন্নাথদেব ভক্তের ভক্তি এবং ভালোবাসাকে বেশি গুরুত্ব দেন। প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান নয়। এ সম্পর্কে তিনটি কাহিনী নিচে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

i. করমা বাঈ এর খিচুড়ি :

মাড়োয়ার দেশে করমা বাঈ নামে জগন্নাথদেবের একজন অত্যন্ত ভক্তিমতি ভক্ত ছিলেন। তিনি এতটাই জগন্নাথগত প্রাণ ছিলেন যে পাছে জগন্নাথদেব ক্ষুধায় কষ্ট পান এই ভেবে খুব সকালে উঠে উনান পরিষ্কার না করে স্নান তো দূরের কথা মুখ পর্যন্ত প্রক্ষালন না করেই তাড়াতাড়ি চাল ডালের খিচুড়ি রান্না করে জগন্নাথদেবের ভোগ লাগাতেন। তাঁর এই আকুলতায় শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং এসে পরম তৃপ্তির সাথে খিচুড়ি ভোজন করতেন।

একদিন এক সাধু বাঈজীর বাড়িতে অতিথি হন। তিনি ভাবলেন এইভাবে অশুচি অবস্থায় রান্না করে জগন্নাথদেবকে ভোগ লাগানো অবশ্যই অপরাধ। তিনি করমা বাঈকে আচার ও নিষ্ঠা পালন করে খিচুড়ি রান্না করে ভোগ দিতে বললেন। তার উপদেশ মেনে বাঈজী তাই করলেন। এর ফলে ভোগ নিবেদনে বেশ দেরী হয়ে যায়। এতে জগন্নাথদেব ক্ষুধায় বেশ কষ্ট পান। তিনি মন্দিরে ফিরে এসে পাণ্ডাদের বলেন তারা যেন বাঈজীকে আগের নিয়মেই তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রান্না করে তাকে ভোগ দেওয়ার কথা বলেছেন। করমা বাঈ একথা শুনে আগের মতোই ভোগ নিবেদন করতে থাকেন। আর সেই সাধু তখন জগন্নাথদেবের কোপে পড়ার আশঙ্কায় বাঈজীর চরণে পড়ে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

“ পীরিতির এমনই ধরম, মানে না তা আচার করম”

ii . পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে শাস্তি প্রদান :

একসময় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামে মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ নীলাচলে আসেন। তিনি জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে দেখতে পেলেন জগন্নাথদেবকে মাড় দেওয়া বস্ত্র পড়ানো হয়েছে ধোয়া বস্ত্র নয়। অথচ প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী ভগবানকে মাড় দেওয়া বস্ত্র পড়ানো অপরাধ। তাই তিনি ভক্তদের ওই কাজকে অপরাধজনক বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু ঐদিন রাতেই নিদ্রা অবস্থায় জগন্নাথদেব স্বয়ং এসে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার গালে চপেটাঘাত করেন। এবং বলেন তোমার কি কোন জ্ঞান নেই যে ভক্তরা সরল মনে যা আমাকে নিবেদন করে তাই আমি প্রীত মনে গ্রহণ করি। এছাড়া আমায় এই ক্ষেত্র কোন বিধি শাস্ত্রের অধীন নয়। এভাবে জগন্নাথ ক্ষেত্র যে সব বিধি নিয়মের অতীত তা বুঝতে পেরে শাস্ত্রীয় বিদ্যানিধি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন।

iii . শ্রীপাদ রামানুযাচার্য্যকে শাস্তি প্রদান :

রামানুযাচার্য্য ছিলেন অতি উচ্ছ কটির বৈষ্ণব সাধক এবং মহা পন্ডিত। নীলাচলে এসে তিনি প্রথমে জগন্নাথদেবের মহিমা অনুধাবন করতে পারেন নাই। তিনি দেখলেন মন্দিরে পূজার ক্ষেত্রে তান্ত্রিক প্রভাবই বেশি। জগন্নাথদেবের পূজা বিধিমার্গের অধীনে হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করলেন।

তৎকালীন সময়ের উড়িশ্যার রাজা চোড় গঙ্গদেবের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সেই সূত্রে তিনি রাজাকে পূজা অর্চনায় পরিবর্তন আনা দরকার এই বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হলেন। জগন্নাথদেবের সেবকগন এতে আপত্তি জানালেও রাজা তাতে কর্ণপাত করলেন না। নির্দিষ্ট দিনে রামানুযাচার্য নতুন পদ্ধতিতে জগন্নাথদেবের পূজার্চনার সূচনা করবেন বলে নির্ধারণ করা হলো।

রাজা চুড়ঙ্গদেব? নির্দিষ্ট দিনে মন্দিরে উপস্থিত হলেও রামানুযাচার্যকে সেখানে উপস্থিত দেখতে পাওয়া গেল না। অন্য কোন উপায় না দেখে রাজার নির্দেশে আগের নিয়মেই পূজা করা হলো। রাজার আদেশে অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানা গেল আগের রাতে রামানুযাচার্য যখন নিদ্রায় ছিলেন তখন জগন্নাথদেব তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেন আমার পূজার্চনার পদ্ধতি পরিবর্তন করার তুমি কে? আমার ভক্তরা যেভাবে পূজা করছে ঠিক সেভাবেই তা হবে। এরপর জগন্নাথদেব গরুড়ের সাহায্যে তাকে আকাশপথে উড়িষ্যার রাজার পাঠিয়ে দেন। তারপর রামানুজকে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের কূর্মক্ষেত্র নামক এক গ্রামে।

iv . জগন্নাথ কতৃক রাজকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাঠানো চিঠি গ্রহণ :

জয়পুরের রাজকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত। একবার জগন্নাথ পুরী থেকে এক পান্ডা প্রসাদ সহ রাজপুরীতে আসেন। রাজা প্রসাদ পেয়ে খুশি হয়ে হয় ওই পান্ডাকে স্বর্ণমুদ্রা সহ আরো কিছু মূল্যবান দ্রব্য দান করেন। এই দেখে রাজকন্যা জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি একটি ছোট পেটিকায় ভরে তার উপর শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব, শ্রী ক্ষেত্র, শ্রীধামপুরি - এরূপ ঠিকানা লিখে ওই পেটিকা পান্ডা ঠাকুরকে দিয়ে বললেন এটি কৃপা করে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীহস্তে অর্পণ করবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পান্ডাকে এই উদ্দেশ্যে কিছু স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন।

পান্ডা পুরীতে প্রত্যাবর্তন কালে ঐ পেটিকায় নিশ্চয়ই অতি মূল্যবান দ্রব্য আছে এই ভাবনায় লোভী পান্ডা সেটি খুলে দেখতে পেল সেখানে মাত্র একটি ক্ষুদ্র পত্র আছে। তখন রাগে ওই পান্ডা সেই ভারী পেটকাটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। আর ভাবলেন জগন্নাথদেবের তো হাত নেই তিনি কিভাবে এই পত্র হাত দ্বারা গ্রহণ করবেন। এই ভেবে ওই পান্ডা পত্রখানি ছিড়ে ফেললেন।

পান্ডা এক সময় পুরীতে নিজ বাড়িতে ফিরে আসলেন। রাত্রিতে নিদ্রা অবস্থায় জগন্নাথদেব আবির্ভূত হয়ে তাকে সক্রোধে বললেন- তোর এত বড় সাহস আমার দেওয়া পত্র তুই ছিঁড়ে ফেলেছি। এই বলে জগন্নাথদেব তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে বললেন কাল মন্দিরে গেলেই দেখতে পাবি এই পত্র আমার কত প্রিয়। পরদিন মন্দিরে গিয়ে ওই পান্ডা দেখতে পেলেন যে সেই পত্রটি জগন্নাথদেবের বুকের হারের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। পত্র খানায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী লিখেছেন -

(হে প্রভু) তোমার তো রত্নের অভাব নেই, লক্ষীদেবী তোমার গৃহিণী হওয়ায় কোন ধনসম্পত্তিরও অভাব নেই। তাই কি দিয়ে আমি তোমার প্রীতি সাধন করব? এই অবস্থায় মনে পড়ল তুমি ব্রজ ললনাদের মন চুরি

করেছিলে। একমাত্র বিশুদ্ধ মনেরই অভাব তোমার রয়েছে তাই এই কারণে আমার মনটাই তোমাকে দিয়ে দিলাম। তুমি নিজগুণে তা গ্রহণ করো।

৪. ভক্ত মাধব দাসের প্রতি কৃপা :

মাধব দাস নামে শ্রীজগন্নাথদেবের একজন অতি শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজন দেরকে ত্যাগ করে নীলাচলে সমুদ্রতীরে অবস্থান করতেন।

এই শুদ্ধ ভক্তকে প্রভু জগন্নাথ বিভিন্ন সময়ে কিভাবে কৃপা করেছেন তা নিচের একাধিক কাহিনী থেকে জানা যায় -

i . মাধব দাস অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। একবার তিনি এক নাগাড়ে তিনদিন অনাহারে আছেন- সর্বজ্ঞ জগন্নাথদেব তা জানতে পেরে লক্ষ্মী দেবীকে দিয়ে সোনার থালায় তাঁর ভোগ পাঠিয়ে দেন। মাধব দাস তখন জগন্নাথদেবের ধ্যানে মগ্ন থাকায় লক্ষ্মীদেবী মাধব দাস এর পাশে প্রসাদ রেখে চলে যান। পরে মাধব দাস ঐ প্রসাদ যে স্বয়ং জগন্নাথদেব পাঠিয়েছেন তা বুঝতে পেরে পরমানন্দে প্রসাদ পেয়ে সোনার থালাটি ধুয়ে বালুর উপর রেখে দেন।

সকালবেলায় মন্দিরে সোনার থালা না দেখে পান্ডাগন খোঁজ করতে করতে একসময় সমুদ্রতীরে মাধব দাসের পাশে সেটি দেখে তাকে চোর ভেবে মারতে মারতে মন্দিরে নিয়ে এসে বেঁধে রাখেন। মাধব দাস প্রতিবাদ না করে শ্রীজগন্নাথদেবকে আকুলভাবে ডাকা আরম্ভ করেন। ভক্তবৎসল জগন্নাথদেব তখন পান্ডাদেরকে বললেন মাধব দাস চোর নয়। তিনি নিজেই লক্ষ্মী দেবীকে দিয়ে সোনার থালায় প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন। পান্ডাগণ তখন ভয়ে মাধব দাসকে মুক্ত করে দিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ii . মাধব দাস জগন্নাথ দেবের অতি সুন্দর মূর্তি দর্শনে অনেক সময় এমনভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন যে তার কোনো বাহ্যজ্ঞান থাকত না। একদিন ওই অবস্থায় শীতের রাতে অবস্থান করার সময় শীতের তীব্রতায় তার খালি দেহো ক্রমশ কাঁপছিল। ভক্ত কষ্ট পাচ্ছে দেখে তখন জগন্নাথদেব তার নিজের লেপ খানি মাধবের গায়ে তুলে দেন। এর ফলে মাধব দাস আরামে সারারাত অঘোরে ঘুমিয়ে কাটালেন।

iii . সমুদ্রতীরে অবস্থানকালে একদিন মাধব দাসের হঠাৎ অতিসার রোগ হয়। বারবার মলত্যাগ করতে করতে তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েন যে তার পক্ষে আর শৌচকার্য করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রিয় ভক্তের এই অবস্থা দেখে শ্রী জগন্নাথদেব নিজে এসে তাকে ধরে উঠিয়ে নিজ হাতে জল ঢেলে মাধব দাসের শৌচ কার্য করে দিলেন।

৫. জগন্নাথদেব ভাবগ্রাহী :

জগন্নাথদেব এতটা করুণাময় যে ভক্ত যেভাবে যে অবস্থায় তাকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হয় ঠিক সেভাবেই ভক্তকে তিনি দেখা দেন। নিচে এই সম্পর্কে দুটি কাহিনী তুলে ধরা হলো।

i. রঘু দাস নামে শ্রীরামচন্দ্রের একজন ভক্ত একসময় জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে পুরিধামে আগমন করেন। তিনি শুনেছিলেন যে ভক্তের বাঞ্ছা পুরনে জগন্নাথদেবের মত এমন করুণাময় দেব আর কেউ নেই। পরীক্ষা করার জন্য তিনি জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন বেদীর সামনে প্রণত হয়ে কর জোরে চোখ বুজে রাম লক্ষণ ও সীতা দেবীর ধ্যান করতে থাকেন। একসময় চোখ খুললে দেখেন যে রত্ন বেদীতে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী নেই। তার পরিবর্তে রয়েছেন শ্রীরাম লক্ষণ এবং সীতাদেবী। এভাবে রাম ভক্তকে ঐরূপে দর্শন দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেব কৃপা করেছিলেন।

ii . দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে গণপতি ভট্ট নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। একসময় ব্রহ্ম পুরান পাঠ করে তিনি জানতে পারেন যে ভগবান নীলগিরিতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে দর্শনের জন্য একদিন তিনি পুরী ধামে যাত্রা করলেন এবং একসময় সেখানে পৌঁছে গেলেন। গণপতি ভট্ট ভগবানের গণেশ রূপে শ্রদ্ধান্বীত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভগবানের দারুব্রহ্ম রূপ দর্শন করলেন। অর্থাৎ সেখানে ভগবানের হস্তিমুখাকৃতি রূপ দেখতে পেলেন না। রাগ করে প্রণাম না করেই তিনি ওই স্থান ত্যাগ করলেন। তখন জগন্নাথদেবের আদেশে রাজার একজন প্রতিনিধি মুদিরথ তাকে ফিরিয়ে আনেন। এইবার মন্দির এসে তিনি ভগবানের দিকে দৃষ্টি দিতেই সেখানে তিনি ভগবানের (জগন্নাথদেবের) মুখে একটি অত্যন্ত দীর্ঘ হাতিশুঁড় এবং দন্ত দেখতে পেলেন। এভাবে জগন্নাথদেব ভক্তের মনোরথ পূরণ করলেন।

৬. সুদুরাচারী ভক্তকেও জগন্নাথদেব কৃপা করেন :

শ্রীমৎ ভগবত গীতার নবম অধ্যায়ের ৩০ নং শ্লোকে দেখা যায় ভগবান বলেছেন যে অতি দুরাচারী লোকও যদি তার ভক্ত হয় তবে তাকে সাধু বলে জানতে এবং মানতে হবে। কৃষ্ণের বৈভব রূপ শ্রীজগন্নাথদেবও এরূপ লীলা কখনো কখনো করে থাকেন।

বলরাম দাস নামে এক ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথদেবের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তিনি প্রচণ্ড বেশ্যাসক্ত ছিলেন। একবার এক রথযাত্রার সময় বলরাম দাস মনের ভুলে এক বেশ্যার গৃহে উপস্থিত হয়। বেশ্যা তাকে দেখে তিরস্কার করে বলে আজ তো রথযাত্রা। তুমি কিভাবে রথযাত্রার দিন এই ঘৃণ্য কাজে এসেছো। যদি আমার প্রতি প্রেম প্রীতি না করে জগন্নাথদেবের প্রতি করতে তাহলে তার কৃপা পেয়ে জীবন সার্থক করা তোমার পক্ষে সম্ভব হতো। বেশ্যার একথা শুনেই তখনই দ্রুত ছুটে অপবিত্র দেহেই বলরাম দাস রথ এর সামনে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং রথে উঠার চেষ্টা করে। অন্য ভক্তগন এই দেখে তাকে তাড়িয়ে দেয়। মনের দুঃখে বলরাম দাস চক্রতীর্থে গমন করে সেখানে বালু দ্বারা তিনখানি রথ তৈরি করে উচ্চস্বরে "জয় জগন্নাথ" ধ্বনি দিতে দিতে একাই রথযাত্রা শুরু করে দেন। ভক্তবৎসল জগন্নাথদেবের ভক্তের ঐকান্তিকতায় স্থির থাকতে না পেরে সেই রথেই আবির্ভূত হলেন। ফলে মূল রথের (কাঠ দ্বারা নির্মিত) রথের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়লো। বহু লোক এবং হাতির সাহায্যেও রথ আর নড়ানো গেল না। এক সময় রাজার আকুল প্রার্থনায় তাকে স্বপ্নে জানালেন যে তার ভক্ত বলরাম দাসকে রথের সেবকরা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে পারলেই রথ আবার চলতে আরম্ভ করবে। রাজ আজ্ঞায় সেবকরা তখন বলরাম দাস এর কাছে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলরাম দাস এসে আবার রথে চড়তেই রথ চলতে আরম্ভ করে।

উপরোক্ত ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যে ভগবত ভক্তের কোন বিনাশ নেই।

৭. ভক্তের ভার আমিই বহন করি :

নীলাচলের কাছে অর্জুন মিশ্র নামে এক অতি নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি প্রায় সবসময়ই অতি ভক্তি সহকারে গীতা পাঠ করতেন বলে লোকে তাকে গীতা পান্ডা নামেও অভিহিত করে। তিনি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

শ্রী ভগবান গীতায় বলেছেন - ৯/২২

" অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম।"

অর্থাৎ আমাকে সবসময় চিন্তা করে যারা আমার ধ্যান করেন সেই নিত্য সমাহিত মুমুক্ষ গনের যোগ এবং ক্ষেম আমি বহন করি। এই শ্লোক থেকে বুঝা যায় প্রয়োজনে ভগবান নিজেই ভক্তের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র বহন করেন। অর্জুন মিশ্রের বেলায় এই কথা হুবহু সত্য হয়েছিল কিভাবে?

একবার এক নাগারে কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় মিশ্র ঠাকুর ভিক্ষায় বের হতে পারলেন না। অনাহারে থেকে একসময় তার মনে হল ভগবান ভক্তের অন্নবস্ত্রের ভার বহন করে না। তাই উক্ত শ্লোকের বহাম্যহম শব্দটি কেটে দিলেন। এরপর স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে বৃষ্টির মধ্যেও ভিক্ষায় বের হলেন। কিন্তু কোথাও কিছু পেল না। এদিকে মিশ্রের বাড়িতে তখন দুই জন সুন্দর কিশোর বিভিন্ন ধরনের আহার্য বস্তু নিয়ে হাজির। তাদের অনুরোধেই মিশ্রের স্ত্রী সেগুলো রেখে দিলেন। জানালেন যে মিশ্রই ওই গুলো পাঠিয়েছে। একসময় মিশ্র বাড়িতে ফিরে এসব খবর পেলেন। স্ত্রীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ওদের ভোজন করিয়েছো?" স্ত্রী উত্তরে বলল, " আমি তাদেরকে কিছু সময় অপেক্ষা করে ভোজন করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে কালো ছেলেটি বলল যে কেউ তার জিহ্বা অনেকটা কেটে ক্ষত করে দিয়েছে সেজন্য সে কিছু খেতে পারবে না।"

অর্জুন মিশ্র বুঝতে পারলেন এই বালক স্বয়ং কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নয়। তখন ভগবানের কাছে স্বামী স্ত্রী উভয়ই এবং বারবার তাঁর করুনার কথা স্মরণ করতে লাগলেন।

ভক্তদেরকে কৃপা করার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবের কোন তুলনা নেই। এমন আরও অনেক করুনার কথা রয়েছে। প্রবন্ধের আকার বেড়ে যাবে বলে আমরা এখানেই বিরত থাকলাম।